2 FEB 20 3

সংবাদ

পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2

সম্পাদকীয়

মেডিক্যাল শিক্ষার এ কি পরিণতি

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বিলুপ্তঘোষিত ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) ও ছাত্রদল নেতা ডা. জাভেদ আহমেদকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। এ জন্য পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এ জাভেদ বেশ কিছুদিন ধরে দেশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে প্রায় জিম্মি করে রেখেছিল। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের একজন নেতা কতটা উচ্ছৃঙ্খল এবং বেপরোয়া হতে পারে জাভেদ যেন তারই দৃষ্টান্ত স্থাপনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। একের পর এক অপকর্ম করেও ক্ষমতাসীন দলের মহানুভবতায় দিব্যি পার পেয়েও যাচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে সৃষ্ট ব্যাপক গণরোষ যখন বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে আপাতত একটি ভয়ঙ্কর পরিণতির আশঙ্কা থেকে সে যেমন মুক্ত হয়েছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেও স্বস্তি নেমে এসেছে।

ক্ষমতাসীন দলের আশ্কারা পেয়ে জাভেদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, ডা. জাভেদের বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া জাভেদ মুক্ত থাকলে মেডিক্যাল ক্যাম্পাসে নাশকতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের একজন নেতা, যিনি একজন চিকিৎসক, সে কি করে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সচেতন মহলে এখন সে প্রশ্নই দেখা দিয়েছে। বর্তমানে যে চিকিৎসককে পুলিশ এতটাই হুমকি মনে করছে, সে কিন্তু রাতারাতি এমন ভয়ঙ্কর ব্যক্তিতে পরিণত হয়নি। একটু একটু অপকর্ম করেই সে বর্তমান রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ এতদিন সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকল কিভাবে? এর আগেই বা কেন তাকে নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করা হয়নি? পরম পরাক্রমশালী না হওয়া পর্যন্ত কি তবে ক্ষমতাসীনরা তাদের ক্যাডারদের সামলাবেন না?

একজন মাত্র ব্যক্তি যখন কোন প্রতিষ্ঠানকে জিম্মি করে ফেলে তখন তা সীমাহীন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ কিংবা প্রশাসনের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয়। আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন দলের কিছু কিছু ক্যাডারের ধরাকে সরাজ্ঞান করার ধৃষ্টতা দেখে মনে হয় সরকার, পুলিশ কিংবা প্রশাসনের বুঝি কোন অস্তিত্বই নেই। এক চিকিৎসক জাভেদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যা করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর হচ্ছে তাকে এতদিন দলে বহাল রাখা। এমন ব্যক্তি কোন দলের কর্মী হয় কিভাবে?

২১শে ডিসেম্বর এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ভর্তির ফরম বাবদ অবৈধভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে, সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনায় ডা. জাভেদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় দু'টি মামলা হয়। পলাতক থেকে সে গত সপ্তাহে হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়। জামিন পাওয়ার পর ক্যাম্পাসে এসে ডা. জাভেদ ফরেনসিক বিভাগের ডা. মিজানুর রহমানের কক্ষে হামলা চালায় এবং তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ ও চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে ডা. মিজানুর রহমান রমনা থানায় জিডি করেন। উল্লেখ্য, ডা. জাভেদ ও তার সমর্থকদের অপকর্মে বাধা দিতে গিয়ে ডা. মিজানুর রহমান একাধিকবার তার সহযোগীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। অথচ জাভেদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি, না প্রশাসনিকভাবে না সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জাভেদ ও তার এক সহযোগী মেডিক্যাল কলেজে একক আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। প্রথম সুযোগেই তারা কলেজ ও ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রলীগসহ ভিন্ন মতাবলম্বী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বের করে দেয়। ডা. জাভেদ হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে কর্তব্যরত ডাক্তার ও ছাত্রলীগ নেতা বিজয়কে বেদম মারধর করে এবং চিকিৎসায় বাধা দেয়। তবু সে অধরাই থেকে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকা মেডিক্যালের সর্বশেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাভেদ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত হওয়ার পর জাভেদ ও তার নিয়ন্ত্রিত বাহিনী কলেজের টেন্ডার, প্রশাসনের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদলি, হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগ, ছাত্রাবাস ও ক্যাম্পাসের নারকেলসহ অন্যান্য গাছ বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আয়, বকশিবাজার পশুরহাট থেকে চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয় বলে অভিযোগ করা হয়। গত ডিসেম্বরের অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে কলেজ ছাত্র সংসদ বিলুপ্ত করা হয়; কিন্তু তাতে ডা. জাভেদের দাপট কমেনি; বরং এরপর তার অপতৎপরতা আরও বেড়ে যায়। ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের আশ্কারা পেয়েই জাভেদ এমন উদ্ধত ও বেপরোয়া হয়েছে। তার অপকর্মের যথাযথ শাস্তি বিধানও ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। জাভেদ আবারও ছাড়া পেয়ে যাবে, ছাড়া পেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাবে, নাকি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করবে—এ বিষয়ে সংশয় কাটছে না।